TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

House No. 141, Road No. 12, Block-E
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel +880 2 9887884, 8854456, 8826036
Fax +880 2 9884811
www.ti-bangladesh.org

সুন্দরবন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা:
সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের প্রতি ঝুকিপূর্ণ কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি ।

ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ২০১২: আমরা নিম্ন আবেদনকারী নাগরিকবৃন্দ সুন্দরবনের সন্নিকটে প্রস্তাবিত কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি ও অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে পরিবেশ-জনিত প্রভাব ও জনমত যাচাই সাপেক্ষে অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানকে নির্বাচন করার দাবি জানাচ্ছি ।

১২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক **ড. ইফতেখারুজ্জামান** স্বাক্ষরিত আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতের এনটিপিসির সাথে আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বলে আমরা অবগত হয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য রামপাল উপজেলাকে নির্বাচিত করায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। রামপালকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্বাচিত করায় বিশ্ব ঐতিহ্যের ধারক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য হুমকির সম্মুখিন হয়েছে ।

সরকার যে প্রাথমিক পরিবেশগত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করেছে তাতে প্রকল্প এলাকা যে সুন্দরবনের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ৪ কিলোমিটারের মধ্যে এবং তা যে সুন্দরবনের সীমানা থেকে ১০ কিলোমিটার বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত তা স্পষ্ট। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো প্রাথমিক পরিবেশগত প্রতিবেদন কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র কোনটিতেই সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোন রকম আলোকপাত করা হয়নি। উপরন্তু আইন অনুযায়ী শিল্প এলাকা বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা ছাড়া এরূপ প্রকল্পের ছাড়পত্র দেবার এখতিয়ার পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই।

সকলেই অবগত যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন এবং ছাইভস্ম নিঃসরিত হয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটায়। এসব স্থাপনা থেকে নির্গত গ্যাসে ভারি ধাতু, সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড মিশ্রিত থাকে যা বাতাসের সাথে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য পানি দ্বারা আশেপাশের জলাশয়ের পানি দূষিত হওয়া একটি অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য।

সুন্দরবনের পাশে এমন মারাত্মক দূষণকারী একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠলে তা সুন্দরবনের পরিবেশ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ সমস্ত জীববৈচিত্র্যকে হুমকীর মুখে ঠেলে দেবে। পাশাপাশি সুন্দরবনের মাটির গুণগত মান, প্রাণীদের হরমন জাতীয় সমস্যা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, নদী দূষণ, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং উদ্ভিদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের রামসার কনভেনশনের সচিবালয় থেকে সুন্দরবন সংলগ্ন সরকারের তিনটি প্রকল্পের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এবং বাফার জোনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হলে সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ সমস্ত জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে লিখিত অভিমত প্রদান করা হয়। বন বিভাগের এমন অভিমত প্রমাণ করে যে প্রাথমিক পরিবেশগত প্রতিবেদন প্রণয়নে কিংবা অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়নি।

যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সমগ্র দেশবাসী সুন্দরবনকে বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তমাশ্চর্য নির্বাচিত করতে ভোট প্রদান করেছে সেখানে সরকারের এমন স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত কোন ভাবেই কাম্য এবং গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ব ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে সুন্দরবন রক্ষায় বাংলাদেশ কেবল যে সাংবিধানিকভাবে নিজ জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা নয়

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

House No. 141, Road No. 12, Block-E
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel +880 2 9887884, 8854456, 8826036
Fax +880 2 9884811
www.ti-bangladesh.org

বরং আমরা বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মাত্র কিছুদিন আগে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে নৌরুট প্রচলন নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হলো সেখানে সুন্দরবনের স্পর্শকাতরতা বিবেচনা না করে প্রণীত প্রাথমিক পরিবেশগত প্রতিবেদন এবং প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্রের ভিত্তিতে মারাত্মক দূষণকারী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ জনস্বার্থ বিরোধী।

এমতাবস্থায় আমরা নিম্নআবেদনকারীগণ সুন্দরবনের স্পর্শকাতরতা বিবেচনা না করে প্রণীত প্রাথমিক পরিবেশগত প্রতিবেদন এবং প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলের দাবি জানাই। একইসাথে আমরা অবিলম্বে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের এবং পরিবেশগত প্রভাব ও জনমত যাচাই সাপেক্ষে অন্যকোন সুবিধাজনক স্থানকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্বাচিত করার দাবি জানাচ্ছি। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় এ বিষয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় ও আশু হস্তক্ষেপ কামনা করি।

আবেদনকারী: সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র; **অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ,** সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র; **ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল,** অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; **রাশেদা কে. চৌধুরী,** নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান; **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, প্রধান নির্বাহী, বেলা; **ড. এম এ মতিন,** মহাসচিব, বাপা; **আবু নাসের**, চেয়ারম্যান, পবা; **সারা হোসেন**, অবৈতনিক পরিচালক, ব্লাস্ট; **খুশি কবীর**, সমন্বয়ক, নিজেরা করি; **বদিউল আলম মজুমদার**, সম্পাদক, সুজন; **ফারাহ কবির,** নির্বাহী পরিচালক, এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ; এবং **ইফতেখারুজ্জামান**, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি।

আবেদকারীদের পক্ষে,

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গণমাধ্যম যোগাযোগ:

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ
মোবাইল: ০১৭১৩০৬৫০১২
ইমেইল: rezwan@ti-bangladesh.org